19

তারিখ 24 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

আমাদের বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে উচ্চ শিক্ষার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘসূত্রতা তাদেরকে ঢেউয়ের প্রতিকূলে ঠেলে দেয়। আমার জানা মতে, দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীর ছেলে-মেয়েকে ন্যূনতম যোগ্যতায় অনার্সে ভর্তির বিধান রয়েছে। অর্থাৎ দেশের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে জাতীয় মেধার সাথে প্রতিযোগিতা করে সীমিতসংখ্যক আসনে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হচ্ছে। যেমন— আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক-কর্মচারীর ছেলে-মেয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ৪৫ নম্বর পেলেই তাদেরকে ভর্তি করা হয়। বাবার সম্পত্তি যেমন ছেলে-মেয়েরা পায়, নিয়মটিতে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি উত্তরাধিকারে প্রাপ্য। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ কম, তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীর ছেলে-মেয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখে বিনা প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও বৈধ তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি? আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীর সন্তান-সন্ততি যদি মেধাবীই হয়; তাহলে সমষ্টিগত মেধার সাথে প্রতিযোগিতা করে যোগ্যতা দেখাতে তাদের ভয় কিসের? আর যদি মেধাবী না-ই হয়, তাহলে অযোগ্য ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রশ্নই বা ওঠে কেন? তাই এই কোটাভিত্তিক বৈষম্যমূলক নীতি অবিলম্বে তুলে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি; তাই অবিলম্বে এই বৈষম্য দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আসনে জাতীয় মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, কারও জন্য কোটা বা বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা নয়।

—জি এম মাসুদুর রহমান রানা
আইন (সম্মান) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়